চিৎলা পাটবীজ খামারের জেডির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও টেন্ডার বাণিজ্যের অভিযোগ

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী সৈয়দ মোনালিসা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে বিগত বছরগুলোতে এশিয়া মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম চিৎলা ভিত্তি পাটবীজ খামারটি নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও চুরি করে খামারটি দেওলিয়া করার অভিযোগ উঠেছে যুগ্ম পরিচালক (জেডি) মোর্শেদুল ইসলাম।

পতিত স্বৈরাচার সরকারের পতন হলেও বহাল তবিয়তে তার দূর্ণীতি, অর্থলোপাট ও অপকর্মচালিয়ে আসছেন ফ্যাসিস্ট সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রীর এই দোসর।

খামারটিতে টেন্ডার বিহীন গাছ কেটে সাবাড়, বিনা টেন্ডারে ড্রেন নির্মাণের নামে অর্থ লোপাট, রং করণ, বিচুলি, খড়, অবীজ আলু, ধান বিক্রি, চুরি করে বীজ বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ, অতিরিক্ত শ্রমিক দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ, যন্ত্রপাতি মেরামতের নামে অর্থ লোপাট, জ্বালানি তেলের বরাদ্দ আত্মসাৎ, রাসায়নিক ও কীটনাশকের অর্থ আত্মসাৎ করে বিগত বছর গুলোতে কোটি কোটি টাকা পকেটস্থ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়া টেন্ডারের নামে নিজের আত্মীয় স্বজনকে কৌশলে টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছে এই কর্মকর্তা। এছাড়া তার বিরুদ্ধে রয়েছে অফিসের এক নারী অফিস সহকারির সাথে গোপনে অপকর্মের অভিযোগ।

গত মঙ্গলবার (১৮ মার্চ) স্থানীয়দের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, খামারের ফলকর বাগান, পাটখড়ি ও নন সীড ধানের টেন্ডার নিয়ে এলাকার ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও স্থানীয়দের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, খামারের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম টেন্ডার নীতিমালা বহির্ভূতভাবে মনগড়া নিয়ম তৈরী করে পছন্দের লোককে টেন্ডার পাইয়ে দেয়ার পন্থা অবলম্বন করছেন। এনিয়ে এলাকার ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার নুর ইসলাম, নাজমুল হোসাইন ও ইমনসহ কয়েকজন

দুর্নীতিতে সহযোগিতা করেন জেডি’র নিজস্ব নিয়োগকৃত নাজিম উদ্দিন নামের এক শ্রমিক।

স্থানীয়রা জানান, মোর্শেদুল ইসলাম খামারে যোগদানের পর থেকে অনিয়ম দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের বীজ বিক্রি, টেন্ডার ছাড়া গাছ বিক্রি, গোপনে খামারের পুরানো গাড়ীর যন্ত্রাংশ বিক্রি, শ্রমিকদের ভুয়া বিল ভাউসার তৈরি ও টেন্ডার বানিজ্য করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া কৌশলে তার নিজ এলাকা থেকে নাজিম উদ্দিন নামের একজনকে খামারে অঘোষিত জেডি নিয়োগ দিয়েছেন। তার মাধ্যমে খামারে বিভিন্ন অনিয়ম সংঘটিত হয়। শ্রমিকের ভুয়া তালিকাও সে তৈরী করে।

জানা গেছে, যুগ্ম পরিচালকের জন্য সরকার মাসিক বাসা ভাড়া দিলেও সে ভাড়া বাসায় না থেকে অবৈধভাবে খামারের অতিথি ভবন (রেস্ট হাউজ) ব্যবহার করে আসছেন। অতিথি ভবন নিজের বাসা হিসেবে ব্যবহার করলে তাকে প্রতি মাসে সরকারের নির্দিষ্ট ভাড়া পরিশোধ করার কথা থাকলেও তিনি কোন টাকা জমা দেননি। ফলে সরকারকে তিনি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে। এছাড়া বিনা কারনে সরকারকে বাবুর্চি, পাহারাদার এবং বিদ্যুৎ ও এসি বিল বাবদ গুনতে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। এছাড়াও সরকারি গাড়ী ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মোর্শেদুল ইসলাম সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে চুয়াডাঙ্গায় তার শশুরের এলাকায় গরুর ফার্ম করেছেন। তার এই অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে খামার এলাকার চিৎলা, জুগিন্দা, নিত্যানন্দপুর ও বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সচেতন মহল মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশও করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমে তিনার অনিয়ম ও দুর্নীতির সংবাদ প্রচার হলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেননি।

এ ব্যাপারে জেডই মোর্শদুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি সব প্রশ্নের উত্তরে বলেন নো কমেন্টস।

মেহেরপুরে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে আত্মীয়করণ ও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য ও আত্মীয়করণ করার অভিযোগ উঠেছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মচারি নিয়োগে বাণিজ্যকরণ ও আত্মীয়করণ বন্ধের দাবীতে সুবিদপুর গ্রামের একরামুল হক নামের এক ব্যক্তি মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমি শিক্ষা অফিসার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

একরামুল হক তার লিখিত অভিযোগে বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহাবুল ইসলাম ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আপন চাচাত ভাই। তারা দুজন পরস্পর যোগসাজসে বিদ্যালয়ে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক, একজন ল্যাব সহকারী, একজন নিরাপত্তা সহকারী ও একজন পরিচ্ছন কর্মী নিয়োগ নিয়ে শুরু করেছেন নিয়োগ বাণিজ্য। এসব নিয়োগে প্রধান শিক্ষক তার স্ত্রী ও সভাপতির নিকট আত্মীয়সহ প্রতিবেশীদের নিয়োগ দেওয়ার পায়তারা চালাচ্ছেন। ইতোমধ্যে তারা নিজস্ব প্রার্থী ও তাদের সাজানো প্রতিযোগীদের ঠিক করে রেখেছেন বলে জানা গেছে।

এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেবেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহাবুল ইসলামের স্ত্রী জেসমিন নাহার ডলিকে। এছাড়া ল্যাব এ্যসিসটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আরিফুল হকের ভাইস্তি সবুজ আহম্মেদকে। পিন্টু নামের অপর একজনকে তার পরীক্ষার একজন প্রতিযোগী হিসেবে রেখেছেন। পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে ওই গ্রামের মশাইয়ের স্ত্রীকে পরীক্ষার প্রতিযোগী হিসেবে রেখেছেন শাজাহানের স্ত্রী বাসেনা খাতুনকে।

লিখিত অভিযোগে একরামুল হক আরো বলেন, ৪টি পদে লোক নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া করলেও নোটিশ বোর্ড বা বাইরে কোনো যায়গায় নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র দেননি প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কমিটির সভাপতি। কোন পত্রিকাতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন

এব্যাপারেও কোনো কিছু জানেনা স্থানীয়রা। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠণ নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক। তারা একে অপরে চাচাত ভাই হওয়ার কারণে, দুর্নীতি ও লুটপাট সহজেই করে পার পেয়ে যাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক ও ব্যাবস্থাপনা কমিটির সভাপতির।

সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আরিফুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অনুরোধে বিদ্যালয়ে মিটিং করে ৪ টি পদের জন্য একটি স্থানীয় ও একটি জাতীয় দৈনিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনেকেই আবেদন করেছেন। আমি সেই আবেদনপত্রগুলি প্রধান শিক্ষককে এন্ট্রি করে রাখতে বলেছি। বিধিমোতাবেক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। আত্মীয়করণ বলতে তিনি বলেন, যোগ্য কোনো লোক থাকলে সে তো আবেদন করতেই পারে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহাবুল ইসলাম বলেন, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। আমার স্ত্রী সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের জন্য আবেদন করেছেন। সরকারি বিধি মোতাবেক পরীক্ষা নেওয়া হবে। যারা টিকবে তাদেরকেই নিয়োগ দেয়া হবে।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অনোয়ার হোসেন বলেন, আমি যতদুর জানি সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এসংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলে অভিযোগের বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।